দৈনিক ইনকিলাত

তারিখ 07 SEP 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

025

পরীক্ষার্থীদের ব্যর্থতা জাতীয় অপচয়

॥ সাকির আহমদ ॥

দেশের বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিতে বিপুল সংখ্যায় পরীক্ষার্থীদের ব্যর্থতা জাতীয় অপচয় বলে পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি মত প্রকাশ করেছে। শিক্ষকের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং ভুল-ত্রুটি শিক্ষার্থীর জ্ঞানের ব্যাপারে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে। ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকদের সময় ও অর্থের অপচয় এবং মানসিক চাপ থেকে মুক্ত করে একটি সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবন করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে বলে কমিটি জানিয়েছে।

জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা

কোন শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞানের কোন বিশেষ অংশ স্মরণ করে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল কিনা তা মৌখিক পরীক্ষায় যাচাই করা যায়। পর্যবেক্ষণ ও মৌখিক পরীক্ষা, এ দুটি ব্যবস্থার সমন্বয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীর পারদর্শিতার একটি যুক্তিসম্মত মূল্যায়ন সম্ভব। কিন্তু এক ব্যক্তি নির্ভর পরীক্ষা ব্যবস্থায় ব্যক্তির নিজের শিক্ষা, পরিবেশ, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ করে শিক্ষার্থী। শিক্ষক সম্পর্ক ও সামাজিক অবস্থা পরীক্ষার ফলাফলকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া শিক্ষকের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং ভুল-ত্রুটি শিক্ষার্থীর জ্ঞানের ব্যাপারে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে বলে কমিটি উল্লেখ করেছে।

পরীক্ষার ভূমিকা

শিক্ষা প্রক্রিয়াকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্ধারণ, দ্বিতীয়তঃ সে লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্যে বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ধারন, তৃতীয়তঃ এ প্রচেষ্টা থেকে কি ধরনের ফলাফল পায়ো গেল তা বিচার বিশ্লেষণ করা। এ তিনটি সত্তার নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় আদর্শ, লক্ষ্য এবং

শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

পরীক্ষার্থীদের ব্যর্থতা জাতীয় অপচয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জীবন দর্শনে অনুপ্রানিত শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর। গতানুগতিক পরীক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে পরীক্ষার এই ভূমিকাটি কেবল আংশিকভাবে সাধিত হয়। বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষাব্যবস্থার জন্যে বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন ব্যবস্থার প্রবর্তন অপরিহার্য। সামগ্রিকভাবে শিক্ষাপ্রক্রিয়ার মূলযায়নই পরীক্ষার যথার্থ ভূমিকা।

মূল্যায়ন ও পরিমাপ

শিক্ষার্থীর কোন অর্জিত জ্ঞান, বিশেষ দক্ষতা বা শক্তির একটি বিশেষ দিকের পরিমাণ নির্ধারণের প্রক্রিয়াই হলো শিক্ষার পরিমাপ। অন্যদিকে শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীর ব্যক্তি স্বত্তার যে সব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে তার স্বরূপ ও মাত্রা সঠিকভাবে নিরুপনই মূল্যায়নের কাজ। পাঠক্রমের প্রধান উদ্দেশ্যগুলোর স্বরূপ নির্ধারণ। শিক্ষার্থীর পক্ষে যে ধরনের আচরণ দিয়ে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে তার সংজ্ঞা নিরূপন এবং তৃতীয়তঃ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ও শিক্ষা প্রক্রিয়ার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো কি পরিমাণে সিদ্ধ হয়েছে, তা নিরূপনের জন্যে উপযুক্ত অভিক্ষা প্রণয়ন এবং অর্জিত কৃতিত্বের মূল্যায়ন। সেদিক থেকে কমিটির মতে, গতানুগতিক পরীক্ষার সাহায্যে শিক্ষার মূল্যায়নের মাত্র একটি অংশের কাজ সমাধা হয়ে থাকে।